Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা -মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা রেজোয়ানা

রোলঃ 216020664

২২ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ”

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা রেজোয়ানা

রোলঃ 216020664

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য "** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারিহা রেজোয়ানা, আইডিঃ 216020664 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

Islamic Online Madrasah - IOM

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য "** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fareha Rajoana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২২ মে, ২০২৪ ইং

ফারিহা রেজোয়ানা

আইডিঃ 216020664

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমাদের জন্মদাতা মা-বাবা। এ পৃথিবীতে তাদের মতো আপনজন আর কেউ নেই। তারা আমাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত। প্রিয় নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। আর সে বেহেশত অর্জন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, নরম ভাষায় কথা বলা, সম্মানের চোখে দেখা। পিতা-মাতা সব সময় সন্তানের কল্যাণের কথা ভাবেন। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কোনো সন্তান কখনও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে না। মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বল না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল- হে প্রভু, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৩ ও ২৪)।

মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করলে মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ দান করবেন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে মা-বাবার প্রতি সন্তানের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হল- ১. পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। ২. সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলা। ৩. তাদের সুখ-শান্তির জন্য আমাদের ধনসম্পদ ব্যয় করা। ৪. তাদের সঙ্গে বিনম্রভাবে চলাফেরা করা। ৬. যে কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা। ৭. তাদের সঙ্গে কর্কশ ও বিশ্রী বাক্যে কথা না বলা। ৮. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহতায়ার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করা। তাদের ঋণ পরিশোধ করা। তাদের ওসিয়তগুলো পূর্ণ করা।

সর্বোপরি বলতে পারি, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া পর্যন্ত মা-বাবা সন্তানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। সন্তানের জন্য এত ভালোবাসার আর কেউ নেই। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে আজকাল দেখা যায়, পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে অনেকে

তাদের বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে পাঠিয়ে দেন। যা একজন সন্তানের কাছ থেকে কোনোভাবেই কাম্য নয়। এতে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। জমিন অভিশাপ করে। তাই আসুন! মা-বাবা দু'জন বা কোনো একজন বেঁচে থাকলেও তাদের সেবা-যত্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন করি।

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরে পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا- ً

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্ কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।' যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

أن شكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير ۔ ُ

'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' (লোকমান ৩১/১৪)। এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য

পিতা-মাতার মর্যাদা এতো বেশী যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহও কবুল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা- মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى17
خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ
১১ 11نيلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُم ْ

'তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার

সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'।

পিতা-মাতার দান ফেরতযোগ্য

কাউকে কোন উপহার দিলে ফেরত নেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। কিন্তু সন্তানের নিকট পিতা-মাতার অধিক মর্যাদার কারণে তাদের কৃতদান ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ

يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফুরূপে বর্ণিত আছে যে, উপহার প্রদানের পর তা আবার ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্ত ানকে দেয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে হ'ল কুকুরের মত; সে খায়, যখন পেট ভরে খায় তখন বমি করে এবং পরে নিজের বমি নিজেই খায়।

জীবিত অবস্থায় পিতা - মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا- (إسراء-25-23)

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে

যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল'। 'আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন'। 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর আদেশ অপরিবর্তনীয়

উপরোক্ত আয়াতে وَقَضَى رَبُّكَ 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন'। এই আদেশ অর্থ 'চূড়ান্ত ফায়ছালা'। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফায়ছালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়ছালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان 'তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে' *(ইউসুফ ১২/৪১)*।

যাকারিয়া বিন সালাম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছ। লোকটি বলল, আমার উপর এটিই আল্লাহ আদেশ করেছেন। তখন হাসান বাছরী বললেন, আল্লাহ তোমার উপর এটি আদেশ করেননি। বলেই তিনি অত্র আয়াতের প্রথমাংশটি পাঠ করলেন' *(কুরতুবী)*। কারণ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء 'আল্লাহ কখনো ফাহেশা কাজের আদেশ করেন না' *(আ'রাফ ৭/২৮)*। অনুরূপভাবে وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر 'তিনি বান্দার কুফরীর উপরে সন্তুষ্ট হন না' *(যুমার ৩৯/৭)*। অতএব অত্র আয়াতে 'আদেশ করেছেন' অর্থ 'ফায়ছালা করেছেন'।

পিতা-মাতার শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে :

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ 'অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ

না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে' *(আহমাদ হা/১৬১৪)*। ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ'ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ'ল, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- 'আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّه 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي 'হে মা! যদি তোমার একশ'টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল। সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে।[2] বস্ততঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

(ক) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর'।ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব

পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন *(ফাৎহুল বারী)*।

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করবে?

আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ- '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا- 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস *(কুরতুবী)*। কেননা বাচ্চাকে দু'বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ- 'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের

সন্তানদের পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- ‘নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না’। ‘আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ’তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন’ *(দাহর)*

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আচরণ সম্পর্কে দুটি আয়াতে এ বিষয়গুলো এসেছে সুস্পষ্টভাবে:

১. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

২. বৃদ্ধ অবস্থায় পিতা-মাতার কোনো কাজে বা কথায় বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যশিলতার পরিচয় দেওয়া।

৩. কোনোরূপ তিরষ্কার না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘‘কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ পিতা-মাতাকে লানত করা।’’ (বুখারী শরীফ, ইফা, ৫৫৪৮)

৪. তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা।

পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম :

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়‘আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু'জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর' *(মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)*। তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَه 'তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।[6] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে 'আয়েন'। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'।অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না'।[9]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী'।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*।

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ'।আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন,الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّع 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[13]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا 'তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'।[14] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ'লে বিদ'আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

সন্তান হ'ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন :

'আমর বিন শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর'।[15] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ- 'নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ'ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮)*। উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন 'আমর প্রমুখ ছাহাবী থেকেও ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক ছাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন *(হূদ ১১/৪৫-৪৬)*। অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আললাহর নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম। এক সময় তাকে আমি আহবান করলে সে একশ' দীনার নিয়ে আসতে বলল। আমি বহু কষ্টে একশ' দীনার জমা করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

কিন্তু যখন আমি তার প্রতি উদ্যত হ'লাম, তখন সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ 'হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। আমার সতীত্ব বিনষ্ট করো না'। তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক পাত্র চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করি। কাজ শেষে আমি তাকে প্রাপ্য দিয়ে দেই। কিন্তু সে কোন কারণবশত তা ছেড়ে চলে যায়। তখন আমি তার প্রাপ্যের বিনিময়ে গরু ও রাখাল পালন করতে থাকলাম। অতঃপর একদিন লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না। আমার পাওনাটা দিয়ে দাও'। তখন আমি বললাম, এই গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না'। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সব নিয়ে গেল'। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন'।

এগুলি হ'ল বৈধ অসীলা সমূহের অন্যতম। যাতে কোন রিয়া ও শ্রুতি ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য ছিল। সেজন্য আল্লাহ উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহের অসীলায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কোনটি সে বিষয়ে খবর দিব না? আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এসময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। আমরা ভাবছিলাম, তিনি আর থামবেন না'।অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ

হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ : أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّه- 'আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি 'রেহেম' শব্দটিকে আমার 'রহমান' নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن 'রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত। সেকারণ আল্লাহ বলেছেন,...।

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْش 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'।

জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ 'খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ- 'তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে'।

‘দাইয়ূছ’ অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিবারে ব্যভিচার, ব্যভিচার উদ্রেককারী পরিবেশ, মদ্যপান ও বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামী আচরণ জিইয়ে রাখে এবং তা দূরীকরণে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় না *(মিরক্বাত)*।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন’। অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে।

পিতা-মাতা হ’লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ’ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ’ পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন।

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا- ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা

রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’।

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট দো‘আ কর’। তখন রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ‘অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে’ *(দুখান ৪৪/১০)*। এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না’। এরপর তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ ‘যেদিন আমরা সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’ *(দুখান ৪৪/১৬)*, যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ *(বুখারী হা/১০২০)*। মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসূল (ছাঃ) একই দো‘আ করেন *(বুখারী হা/১০২১)*। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হ’তে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থা চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তাঁর নির্দেশে সেখানে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়’।এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হ’ল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ'লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ'তে তোমাকে রক্ষা করবেন'।[29] অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ'ল আগুনের শাস্তি। 'মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ' বলার মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে'। কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ'লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে'। সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِر 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'।অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়।

আর ‘সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়’ অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে *(মিরক্বাত, মির‘আত)*। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না।আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ’তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য

প্রথম করণীয় হ’ল, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাছ বণ্টন করা *(নিসা ৪/১১)*। অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং ইল্ম বিতরণ করা। আরেকটি হ’ল তাদের পক্ষ হ’তে হজ্জ করা।... তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ’ল? তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে’। এজন্য সন্তানকে সর্বদা দো‘আ করতে হবে,رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا- *(রবিবরহাম্হুমা কামা রববাইয়া-নী ছগীরা)* ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন’ *(ইসরা ১৭/২৪)*।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ- *(রববানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব)* ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’ *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল ইল্ম বিতরণ করা। যে ইল্ম মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা, সেজন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অতঃপরমসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু'ভাবে হতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে *(নাজম ৫৩/৩৯)*। (২) মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন, দো'আ, ছাদাক্বা (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরী'আতে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে। অতএব যেখানে বা যাকে এটা দেওয়া হবে, তার গুরুত্ব ও স্থায়ী কল্যাণ বুঝে এটা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন উক্ত ছাদাক্বা ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত না হয়। যা স্থায়ী নেকীর বদলে স্থায়ী গোনাহের কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে। অতএব ছাদাক্বা দানকারীগণ সাবধান!

পিতা-মাতা না থাকলে খালা-ফুফুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ‘খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত’। একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

অত্র হাদীছে ‘বড় পাপ’ বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহপাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আর তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না *(নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)*।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ‘অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহবান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ ‘হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু ছাফিয়া’ বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহবান জানিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী।

পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّى- 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'।এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দো'আ

সকল নবী-রাসূল তাদের পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দো'আর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। পিতা-মাতার জন্য তাদের কিছু দো'আ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

সুলায়মান (আঃ)-এর দো'আ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ১৬/১৯)।

নূহ (আঃ)-এর দো'আ

ِرَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات

'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন' (নূহ ৭১/২৮)।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ

ُرَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَاب

'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' (ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)।

পিতামাতা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত

আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে না। বান্দার হকের মধ্যে পিতা–মাতার হক সর্বাগ্রে। সন্তানের প্রতি পিতা–মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট

দেবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক করো না এবং পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।’ (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬)। ‘আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা–মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।’ (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)। ‘আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি আমার এবং তোমার পিতা–মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।’ (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৪)।

পিতা মাতার হক সম্পর্কে হাদিস

একজন সাহাবি নবীজি (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি আবারও জানতে চাইলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। এরপর সাহাবি জানতে চাইলে নবীজি (সা.) বললেন, তোমার বাবার। (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘পিতা–মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।’ (ইবনে মাজাহ)। পিতা–মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিসম্পাত, তেমনি তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, ‘যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।’ (বায়হাকি)।

এক সাহাবি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)–কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমার পিতা–মাতা ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে?’ তখন নবী করিম (সা.) বললেন, ‘হ্যাঁ, আছে। তা হলো তাঁদের জন্য

দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা, তঁাদের শরিয়তসম্মত অসিয়তগুলো আদায় করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তঁাদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল।' (আবু দাউদ)। অন্য হাদিসে আছে, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিজি)। পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তঁাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' (সুরা-১৭ বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৪)।

পিতা মাতার হকগুলো হল

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি কিছু হক বাহ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে কিছু তাঁদের জীবদ্দশায় আর কিছু তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় করণীয় হকগুলো হলো

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর করণীয় হকগুলো হলো

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

৮. সাধ্যমত দান সাদাকা করা।

পিতা-মাতার খেদমত

পিতা-মাতা এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা শিশুদের মত সন্তানের খেদমতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। এতে সন্তান যেমন দুনিয়াবী প্রশান্তি ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করবে তেমনি পিতা-মাতাও সুখে থাকবেন এবং সন্তানের জন্য দো'আ করবেন।

নানাভাবে পিতা-মাতার সেবা করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা উত্তম কথা ও কাজের মাধ্যমে বা তাদের প্রতি খরচ করার মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বহু স্থানে তাদের সেবার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَضَعَتْه أُمُّهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ إِحْسَانًا ُ 2001 Gala وَحَمْلُه كُرْماً ُ 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে' (আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া

যৌবনের উদ্দ্যমতা ও কর্মচঞ্চল বয়সসীমার চৌহদ্দি মাড়িয়ে এক সময় পিতা-মাতাও বার্ধক্যে উপনীত হন। এসময় তারা শিশুমনা হয়ে যান। ফলে তারা শিশুদের মত সঙ্গ চায়। শিশুরা যেমন পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খেলতে, ঘুরতে বা বেড়াতে চায়, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাও সঙ্গ চায়, ঘুরতে চায়, আত্মীয়-স্বজনের বা সন্তানের সাক্ষাৎ চায়। এসময় সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদেরকে নিজের কাছে রাখা। এসময় তাদের সঙ্গ দিলে বরকত লাভ করা যায়। বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ও বরকতময়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكابركم، প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'।

ইসলামে বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত ও সেবা করার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ- َ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহ্ রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'। 4 َابْغُونِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْن ْبِضُعَفَائِكُم 'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِ ،وَإِخْلَاصِهِم 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'।

পিতা-মাতার সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। এক সময় তারাও বার্ধক্যে উপনীত হন। তখন তাদের মন-মানসিকতা শিশুদের মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন উচ্চবাক্য শুনলে কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি করে, তেমনি পিতা-মাতারও এমন অবস্থা হয়। সেজন্য তাদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كريما 'তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল' (ইসরা ১৭/২৩)।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা কোন সময়ই বয়সের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হলে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন কোন কোন সময় সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য অবহেলা দেখলেও তাদের অন্তরে তা গভীর বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করে। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষের মেজাজকে খিটখিটে করে দেয়।

এই পৃথিবীতে আসার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের পরেই পিতা-মাতার কাছে আমরা ঋণী। এই ঋণ শোধ করা আমাদের জন্য সম্ভব না। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অনুগ্রহ এতটাই যে, সন্তান

চাইলেও সারা জীবনে সেটা পরিশোধ করতে পারে না। তবে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কিছু কর্তব্য বলে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মাতা-পিতার হক কিছুটা হলেও আদায় হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, 'আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি পিতা-মাতার কোনো একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তুমি তাদেরকে 'উফ' শব্দটি পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মাসূচক কথা বলো। আর তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো। আর দোয়া করো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহমতের আচরণ করুন, যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪)।'

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'পিতা-মাতা জান্নাতের মাঝের দরজা। যদি চাও, দরজাটি নষ্ট করে ফেলতে পারো, নতুবা তা রক্ষা করতে পারো।' (তিরমিজি, তুহফাতুল আহওয়াজি ৬/২৫)

নবী করীম সা:-কে মাতা-পিতার হক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হজরত আবু উমামা রা: হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর পিতা-মাতার হক কি আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও দোজখ। (ইবনে মাজাহ-৪৯৪১)

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করলে আমরা জান্নাতি হবো এবং অসদাচরণ করলে আমরা জাহান্নামি হবো। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের চেয়েও পিতা-মাতার প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ যত্নশীল হতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফজিলত, মর্তব্য ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।' (তিরমিযি, হাদিস নং-১৮৯৯)

প্রত্যেক মা-বাবাই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে পরম স্নেহে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তানকে লালন-পালন করা, তার লেখাপড়া ভরণপোষণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে পিতা-মাতা সারাজীবন উদ্বিগ্ন থাকেন। পিতা-মাতা নিজে না খেয়ে, ভালো পোশাক না পরে, নিজের সন্তানদেরকে খাওয়ান, ভালো পোশাকটি সন্তানদের হাতে তুলে দেন। কঠোর পরিশ্রম আর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা-বাবা যা আয়-রোজগার করেন, তা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানদের জন্যই ব্যয় করেন। বটবৃক্ষের মতো মা-বাবা ছায়া দিয়ে সন্তানদের বড় করে তোলেন। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা। তাঁদের প্রতি সবসময় বিনম্র আচরণ করা। পিতা-মাতা যেমনই হোক না কেন, সন্তানের কাছে তার সবসময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাই তাঁদের অবাধ্য হওয়া কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়। যে সন্তান পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, তারা জীবনে সাফল্য লাভ করে।

পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের খিদমত করা

পিতা-মাতা যেমন বয়োবৃদ্ধ, তেমনি তারা জ্ঞানেও বৃদ্ধ। সেজন্য তারা যেকোন সিদ্ধান্ত বুঝে ও জেনে গ্রহণ করে থাকেন। আর যুবকেরা কাজ করে জোশে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের নিকট সঠিক মনে নাও হতে পারে। তার নিকট মনে হতে পারে এটি যুলুম। এই অবস্থাতেও পিতা-মাতার আনুগত্য করা ও তাদের সেবা করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا

'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে'।"(আল আদাবুল মুফরাদ)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন َوَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ

পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে'।

পিতামাতার সাথে মনীষীরা যেমন ছিলেন

আমরা যদি বিভিন্ন মনীষীর জীবনের ঘটনা পড়ি, তাহলে দেখতে পাব যে, তারা কীভাবে পিতা-মাতা সাথে বিনম্র আচরণ ও তাঁদের কথা মেনে চলতেন। যেমন; হজরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানি (রা.) ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছেন মিথ্যা কথা না বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎপথ অবলম্ব করেছিল। হজরত বায়েজিদ বোস্তামির (রা.) অসুস্থ মাতার শিয়রে সারা রাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হওয়ার কাহিনী কে না জানে। এরা সকলেই জীবনে সফল হয়েছেন এবং মহান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন।

আমাদের সমাজের অনেক পিতা-মাতা আছেন, তাঁরা অশিক্ষিত হয়েও নিজের সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। আর সেই সন্তান পড়ালেখা করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়ে নিজের পিতা-মাতা প্রতি কোনো দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-মমতা দূরে থাক, ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন না। এটা সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়। কোরআনুল কারিমের সেই আয়াতটি মনে হয়ে গেল। আল্লাহরাব্বুল আলামিন পিতা-মাতাকে কষ্ট না দেওয়ার প্রসঙ্গে সুরা বনি ইসরাইলের ২৩ নাম্বার আয়াতে বললেন; ‘তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য

কারো ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভৎর্সনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।'

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের কিছু বিবরণ

মাতা-পিতার অধিকার ও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিবরণে বলা হয়, মাতা-পিতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সাথে সুন্দর ও কোমল আচরণ করা, তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাঁদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের সেবাযত্ন করা ও তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা।

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী (রঃ) সম্মানের উপর মাতা-পিতার অধিকার এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁদের যখন পানাহারের প্রয়োজন হয় তখন তাঁদেরকে পানাহার করানো। তাঁদের পোশাকের প্রয়োজন হলে পোশাক-পরিচ্ছেদ দেয়া।

তাঁদের যখন যে সেবাযত্নের প্রয়োজন হয় তখন সেই সেবা প্রদান করা। তাঁরা ডাকলে সানন্দে তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁরা কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করা, তাঁদের সাথে নম্রভাবে বিনয়ীর সুরে কথা বলা, তাঁদের নাম ধরে না ডাকা, তাঁদের আগে না হাটা, তাঁদের সামনে ও উপরে না বসা। তাঁদের পিছনে ও নিচে বসা এবং সব সময় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাঁদের নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে দুরে থাকা। ২

আল্লাহর পরই মাতা-পিতার হক

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وقضى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা আলাহ ছাড়া আর আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আলাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان

আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

واعْبُدُوا الله ولا تشركوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেনঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

তোমার মাতা-পিতা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর হকের পরেই বড় হক হচ্ছে, মাতা-পিতার হক।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নবীগণের বৈশিষ্ট্য

আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا(14)

হে ইয়াহইয়া! দৃড়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দয়ার্দ্রতা ও পবিত্রতা দান করেছি। সে ছিল পরহেজগার। মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত নাফরমান ছিলো না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উদাহরণ:

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ

أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا-

'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে

সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ'ল দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হ'তে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে' (মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)।

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর উদাহরণ

ইয়াহইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী- রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا 'আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' (মারিয়াম ১৯/১৪)।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেনঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে? ফেরেশতাগণ বললেন, হারিসা ইবন নুমান (রা)। (রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।

ইয়ামেনে উওয়াইস করনী নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়ের খেদমতে মশগুল তিনি রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষৎ করতে পারেননি। কিন্তু মায়ের খেদমতের বদৌলতে আলাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হতো। রাসূলুলাহ সালগুলাহু আলাইহি ওয়া সালাম উমার (রা) এর উদ্দেশ্যে বলেন, সম্ভব হলে তাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অবেদন করবে। উমার (রা)- এর যুগে ইয়ামেনের একটি সাহায্যকারী দলের সাথে তিনি

খলিফার দরবারে আসেন। উমার (রা) তাঁর নিকট দুআ চাইলে তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন। মায়ের খেদমতের সুবাদেই তিনি এ মর্যাদা লাভ করেন।

মাতার অধিকার পিতার তিন গুণ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلَه

وقصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি।তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ট করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর।

তিনি আরো বলেনঃ

ووَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنا عَلى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن

اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আবু হুরাইরা (র) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলুলাহ! আমার সুন্দর আচরণের সবচাইতে বেশি হকদার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে পূনরায় জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে পূনরায় জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেসকরলো এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা। বাহ্য ইবন হাকিম তাঁর পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুলাহল! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পূনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞস করলেনঃ তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পূনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে এবার তিনি বললেন পিতার সাথে।

মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত

মা এতো মর্যাদাবান যে, তার পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنْ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ : هَلْ

لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ . قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا-

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে'। কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন,

الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ

أَرْجُلِهِمَا

'তুমি তাদের নিকটে থাক । কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارجع فبرها 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيُحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةَ তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক।সেখানেই জান্নাত রয়েছে'।

মায়ের খেদমত পাপ মোচনে সহায়ক

মায়ের খেদমত পাপ মোচনে সহায়তা করে এজন্য কোন ব্যক্তি পাপ করলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের মায়ের খেদমত করার পরামর্শ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা' রহঃ বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন

أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا

رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَطَّ لِلذُّنُوبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পাপ মোচন কারী আর কিছুই নেই।

সর্বাধিক প্রিয় আমল

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আলাহ তাআলার নিকট মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন আমল হতে পারে তা আমার জানা নেই।

মায়ের সাথে সন্তানের আচরণের একটি চিত্র

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু দিন আবু হুরাইরা (রা)- এর মা এক বাড়ীতে এবং আবু হুরাইরা (রা আল্প দুরে ভিন্ন এক বাড়ীতে বসবাস করতেন। আবু হুরাইরা (রা) যখনই বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া আম্মাজান! আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহ। তাঁর মা ভিতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল-াহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা) বলতেন, আম্মাজান, শৈশবকালে যেভাবে আপনি হে ও মায়া-মমতাসহকারে আমাকে লালন-পালন করছিলেন তেমনিভাবে যেন আলাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করেন। জবাবে তিনি বলতেন, প্রিয় পুত্র! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যেমন সুন্দর ও সদাচরণ করছো তেমনি আল্লাহও যেন তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সন্তানের সম্পদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يسألونك ماذا يُنفِقُونَ قُلْ ما أنفقتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

হে নবী লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি " তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা। "

এক ব্যক্তি রাসুলুল-াহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট স্বীয় পিতার বিরদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার পিতার বিরদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রাসুলুলাহ সালণ্ণালণ্ডাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার

পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল অসহায় ও কাপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কাপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না। একথা শুনে রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বললেনঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে হাসান বসরী (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাঁদের প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করবে। তাঁরা যা আদেশ করেন তা যদি গুনার কাজ না হয়, তা মেনে চলবে।

মাতা-পিতার বদলা

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বলেছেন: কোন সম্পদ পিতার স্নেহ-ভালবাসা, লালন-পালন এবং কষ্টের হক আদায় করতে বা তার বদলা দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাঁকে কারো দাস রূপে পায়, অতঃপর তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কিছু হক আদায় হয়।

আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আব্দুলাহ ইবন উমার (র) দেখলেন, জনৈক ইয়েমেনী স্বীয় মাতাকে পিঠে বসিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিল এবং আবেগের সাথে এ কবিতা পাঠ করছিল- আমি তাঁর নিতান্ত অনুগত সাওয়ারী উট যখন তাঁর সাওয়ারী ভয়ে ভাগে তখন আমি দেইনা ছুট। অতঃপর সে আব্দুলাহ ইবনে উমার (রা.) কে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মনে করেন, আমি আমার মায়ের বদলা দিয়েছি? ইবন উমার (র) বললেন; মায়ের বদলা! এটা তো তাঁর এক 'আহ' শব্দের বদলাও হয়নি। একবার এক ব্যক্তি রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম এর খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা বদ- মেজাজী মানুষ। একথা শুনে নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বললেনঃ 'যখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করে একাধারে ন'মাস

সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন, তখনতো তিনি খারাপ মেজাযের ছিলেন না? লোকটি বলল, আমি সত্য বলছি, তিনি বদ মেজাযী। নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেনঃ "তোমার খাতিরে তিনি যখন রাতের পর রাত জাগতেন, তোমাকে দুধ পান করাতেন, তখন তো তিনি বদ মেজাযী ছিলেন না।" লোকটি বলল, আমি আমার মায়ের সে সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি"। "নবী সাললাহু আলাইহি ওয়া সাললাম তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছো?" সে বলল, আমি মাকে আমার কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ করিয়েছি। "নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বললেনঃ তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তিনি সহ্য করেছেন?"

পিতার আনুগত্য

আব্দুলাহ ইবন উমার (রা) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এমন একজন মহিলা ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম। অথচ আমার পিতা উমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলে উমার (রা) রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললামকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম আমাকে বললেন: তাকে তালাক দাও এবং তোমার পিতার আনুগত্য করো। আমি তাকে তালাক দিলাম। এক ব্যক্তি আবুদ দারদা (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা আমাকে অনেক পিড়াপীড়ি করে বিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমার সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি তোমাকে একথা বলতে পারবো না যে, তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানী করো এবং এ কথাও বলব না যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাব যা আমি রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললামের কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের স্রেষ্ঠ দরজা, তুমি যদি চাও তাহলে এ দরজাটা নিজের জন্য সুরক্ষিত কর। আর যদি চাও, তাহলে এটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারো।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের হায়াত ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা ।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের হায়াত ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। মুয়ায ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তাআলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন।ওয়াহাব ইবন মুনিয়্যা (রা) বলেন: মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়।

সাওবান (র) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বলেছেন: দুআ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদিরকে ফিরাতে পারে না। নেক আমল ব্যতীত কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না। আর ব্যক্তির কৃত গুনাহ- ই তাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে।

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমরা পরনারীর প্রতি কুদ্রষ্টি দেয়া থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখ এবং সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান ও পবিত্র হবে। তোমাদের বাপদাদাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে.....।

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম বলেছেন: তিন ব্যক্তি চলার পথে বৃষ্টির কবলে পড়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় একখানা প্রকান্ড পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহারআশ্রয় নেয়। এমন সময় একখানা প্রকান্ড পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহার মুখে এস পড়ে। ফলে গুহার মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক আমলের কথা স্বরণ করো যা একমাত্র আলাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আর সেই নেক আমলের অসীলা করে আল্লাহর নিকট দুআ করো। আশা করা যায়, এর বদৌলতে তিনি বিপদ দূর করে দেবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আলাহ! আমার অতিশয় বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন এবং ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল । আমি তাদের জন্য মেষ ও দুম্বা চরাতাম এবং আসার সময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। আমার সজ্জনদের দুধ পান করানোর আগেই আমার মাত-পিতাকে দুধ পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ বৃক্ষ আমাকে দুরে নিয়ে যায়। ফলে ঘরে ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি এসে তাদেরকে (মাতা-পিতাকে) ঘুমড় অবস্থায় পেলাম। প্রতিদিনের ন্যায় আজও দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদের ঘুম থেকে ডাকা এবং তাঁদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানো আমি ভালো মনে করলাম না। অথচ আমার বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার যাতনায়) আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। আমার ও তাদের এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বিদ্যমান রইল। (অবশেষে আমার মাতা-পিতা ঘুম থেকে জাগার পর প্রথমে তাঁদেরকেই দুধ পান করালাম) ইয়া আলাহ! তুমি যদি জান যে, আমি এ কাজটি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য (গুহার মুখ থেকে) পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আলাহ তাআলা পাথরটি এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পাচ্ছিলো।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

* মাতা-পিতা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেআমত। সন্মানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। মাতা-পিতার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা

জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।

* মাতা-পিতার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য।

* মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাটি। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে। যাকে আল্লাহ মাতা-পিতার সেবা- যত্ন ও খেদমত করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা-যত্ন ও খেদমত করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের কাছে সে প্রসংসিত হবে।যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার সন্তানরাও তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে মর্যাদা প্রদান করবে। মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে সেই শিক্ষাই দেবেন।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবা-যত্ন করলে বিপদ মুসিবত দুর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।

* যে ব্যক্তি মাতা-পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার নুর বিলুপ্ত করা হবে না।

* মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

* আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা, হজ ও উমরা পালন করা ইসলামের গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাঁদের অধিকার আদায় করে এবং তাদের সেবা যত্ন করে, আল্লাহ তাকে কবুল হজ ও উমরার সমান সাওয়াব দান করেন।

* মাতা-পিতার খেদমত ও সেবা-যত্ন করা জিহাদের সমতুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতেও বড়। মাতা-পিতার খেদমতে নিয়োজিত থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং জিহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।

মাতা-পিতার নাফরমানী

আল্লাহ বলেন:

وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغِيرًا(24)

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁদের ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে সম্মান ও শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতাসহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দুআ করতে থাকবে: হে আমার

প্রতিপালক! তাঁদের উভায়ের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। " (সুরা বনি ইসরাঈল ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা: মাতা-পিতার সেবা-যত্ন আনুগত্য করা এবং সব সময়ই তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। তবে মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনিত হলে তাঁরা সন্তানের সেবা-যত্নের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন এবং সন্তানের দয়ার উপর নির্ভশীল হয়ে পড়েন। অপরদিকে বার্ধক্যের চাপে মানুষের মেজাজ রক্ষ ও খিটখিটে হয়ে যায় এবং বিবেক-বুদ্ধিও কম বেশী লোপ পায়। ফলে তাঁরা অবুঝ শিশুর মতো দাবী দাওয়া পেশ করতে থাকে, যা পূরণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য বিমুখতাও তাঁদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। পবিত্র কোরান এসব অবস্থায় মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও তাঁদের সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ মাতা-পিতা যতটুকু তোমার মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমি তাঁদের এর চাইতেও বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন তাঁদের আরাম আয়েশ হারাম করে তোমার চাওয়া পাওয়া ও বাহানা পূরন করেছিলেন, তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে হে মমতার আবরণ দ্বারা ডেকে দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের মুখাপেক্ষিতা ও অসহায়ত্বের দুঃসময়ে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে ঋণ পরিশোধ করা ও তাঁদের সেবা-যত্ন করা এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে মাতা-পিতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক: তাঁদেরকে উহ-শব্দটিও বলবে না। অর্থাৎঃ তাঁদের কথা শুনে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ পায়, এমন ধরণের কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না। তাঁদের কথা যতই অযৌক্তিক ও কর্কশ হোক না কেন।

দুই: মাতা-পিতার মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতে হবে। তাঁদের অযৌক্তিক দাবী ও রুক্ষু মেযায

হাসিমুখে সইতে হবে। কোন সময় বিরক্ত হয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না, যাতে তাঁরা সামান্যতমও মনে কষ্ট পায় এবং যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

তিনঃ এ আদেশে মাতা-পিতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের সাথে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে নত ও বিনম্র স্বরে কথা বলতে হবে।

চার: মাতা-পিতার সামনে নিজেকে অক্ষম এবং নত ও বিনম্রভাবে পেশ করতে হবে। মাতা-পিতার প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা, মায়া-মমতা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে নিজেকে ছোট করে তাঁদের সামনে হাজির হতে হবে।

পাঁচ: পঞ্চম আদেশ, মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও সুখ-শান্তি ষোল আনা নিশ্চিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য দোয়া করতে হবে, তিনি যেন মেহেরবানী করে তাঁদের সকল মুশকিল আসান করে দেন এবং তাঁদের সব ধরনের কষ্ট দূর করে দেন। সর্বশেষ আদেশ হচ্ছে, মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাঁদের জন্য অব্যাহতভাবে দুআ করে যেতে হবে।

পবিত্র কোরানে এসেছে, আল্লাহ বলেনঃ وأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)

অতঃপর বালকটির ব্যাপারে- তার মাতা-পিতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তার চাইতে পবিত্র ও ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠতম একটি সন্তান দান করুন। ব্যাখ্যা: খিযির আলাইহিস সালাম যে বালকটিকে হত্যা করেন, তিনি তার স্বরূপ এই রকম বর্ণনা করেন যে তার প্রকৃতিতে কুফর ও মাতা পিতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার মাতা-পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। আমার আশংকা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে তার মাতা-পিতাকে

বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে মাতা-পিতার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।(**সুরা আল কাহাফ ৮০-৮১**)

আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَان الله ويلك أمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা আমাকে খবর দিচ্ছো, আমি আবার পুনর খিত হবো, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর (তার) মাতা-পিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, তোমার ধ্বংস (অনিবার্য)। তুমি ঈমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে আল্লাহ মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে। তারা যদি ঈমানদার মাতা-পিতার আনুগত্য না করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের ধ্বংস অর্থাৎ ইহকালে নানা ধরনের বিপদাপদ ও কষ্ট কঠোরতা এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অনিবার্য। (**সুরা আল কাহাফ ১৭)**

জঘন্যতম পাপ

আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না। একথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে আলাহর রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে

শিরক করা, মাতা- পিতার নাফরমানী করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, (খুব ভালো করে শোন!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বার বার একথা বলতে থাকনে। অবশেষে আমরা (মনে মনে) বললাম, হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-াম আমর ইবন হাযম (রা.) এর মাধ্যমে ইয়েমেনবাসীদের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: কিয়ামতের দিন আলাহ তাআলার নিকট সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ হবে- ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, ৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. মাতা-পিতার নাফরমানী করা, ৫। সতী সাধ্বী মহিলার ওপর অপবাদ দেয়া। ৬. যাদু শিক্ষা করা, ৭. সুদ খাওয়া ও ৮। ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

আবদুলাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা ২. মাতা- পিতার অবাধ্য হওয়া, ৩. মানুষ হত্যা করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা। **(সহীহ আল বুখারী)**

তাইসালা ইবন মাইয়্যাস (রা.) বলেন, আমি একটি সাহায্যকারী দলের সদস্য ছিলাম। সেখানে আমি কিছু পাপ কাজ করে ফেলেছি। সেটাকে কবীরা গুনাহ বলেই আমি ধরে নিয়েছিলাম। ইবনে উমর রা. এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি যে সব গুনার কথা বলছো, তা কি কি? আমি বললাম, তা হচ্ছে এই এই। ইবনে উমার রা. বললেন, এগুলো কবীরা গুনাহ নয়। কবীরা গুনাহ হচ্ছে নয়টি। ১. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, ৩. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, ৭. মাসজিদুল হারাম- এ হারামকে হালাল মনে করা, ৮.

কাউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রম্প করা ও ৯. মাতা পিতার নাফরমানীর মাধ্যমে তাঁদেরকে কাঁদানো। তাইসালা রা. বলেন, ইবনে উমার রা. আমার মধ্যে ভয়-ভীতি ও আতংক দেখে বললেন, তুমি কি জাহান্নামে প্রবেশ করাকে খুব ভয় করছো? আমি বললাম জি হ্যাঁ। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, যেতে চাই। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, তোমার মাতা- পিতা বেঁচে আছেন কি? আমি বললাম, আমার মা বেঁচে আছেন। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যদি তাঁর সাথে নম্রভাবে কথা বল এবং তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করো, তাহলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না তুমি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে।

সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের নিকট কবীরা গুনাহের কথাবলা হলে তিনি বলেন: কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা ও মাতা- পিতার অবাধ্য হওয়া। আব্দুলাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুলাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: কোন ব্যক্তির নিজের মাতা- পিতাকে গালি দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। সাহাবীগণ বললেন, কোন লোক কি নিজের মাতা- পিতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে সে অপর কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার (গালি দাতার) মাকে গালি দেয়।

আব্দুলাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: জঘন্যতম কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজের মাতা- পিতাকে লা'নত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কিভাবে তার মাতা- পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন: কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার মাকে গালি দেয়।

আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: যে ব্যক্তি গাইরল্লাহর নামে পশু যবাই করে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মাতা- পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেন।

যে পিতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ

সাহাবী আবু তুফায়েল আমির ইবন ওয়াসিলা রা. বলেন, আমি আলী রা. এর নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছেন, যা অন্য কাউকে বলেননি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কোন কথা বলেননি, যা তিনি অন্যকে বলেননি। তবে তিনি আমার নিকট চারটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি বিষয় কি? তিনি বলেন : তিনি (রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি পিতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি গাইর-ল্লাহর নামে পশু জবাই করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে এবং যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।

আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাললাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা সপ্ত আসমানের ওপর থেকে সাত প্রকার লোকের ওপর অভিসম্পাত করেন। তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর প্রতি একবার করে অভিসম্পাত করেন যা তাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন: যারা লূত আ এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত।তারা অভিশপ্ত যারা গাইরল্লাহর নামে পশু যবাই করে তারা অভিশপ্ত। যারা মাতা-পিতার অবাধ্য তারা অভিশপ্ত।

অবাধ্য সন্তানের জন্য জান্নাত হারাম

সাহাবী আব্দুলাহ ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। **১.** মাদকাসক্ত ব্যক্তি **২.** মাতা-পিতার নাফরমান ব্যক্তি ও **৩.** অসৎ স্ত্রীর স্বামী যে নিজের পরিবারে দুস্কর্মের সমর্থন করে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নেআমত উপভোগ করতে না দেয়া। আল্লাহ তাআলার হক বা অধিকার। **১.** মধ্যপায়ী, **২.** সুদখোর **৩.** অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং **৪.** মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।**(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ ৩, পৃষ্ঠা ৩২৮)**

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, ২. মাতা- পিতার অবাধ্য সড়ন, (অথ্যাৎ যে সম্পূন মাতা- পিতাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখে) ও ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ।(**আত তারগীব ওয়াত তারহীব খ ৩,পৃ-৩২৭)**

সাহাবী জাবির ইবন আব্দুলাহ রা. বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম, তখন রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন: হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুল যোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালংঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা- পিতার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। কেননা এক হাজার বছরের রাষ্ট্র থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-

পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রানও পাবে না...।(**আত তারগীব ওয়াত তারহীব,খ ৩, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০)**

আব্দুলাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। **১.** মাতা- পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান। **২.** পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও **৩.** দাইয়্যুস। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **১.** মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। **২.** মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও **৩.** দান করে খোঁটাদানকারী।(**নাসাঈ**)

মায়ের সাথে নাফরমানীর শাস্তি

আব্দুলাহ ইবন আবূ আওফা রা. বলেন, আমরা নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, একজন যুবকের মুমূর্ষ অবস্থা। লোকজন তাকে লা ইলাহা ইলাল্লহ পড়ার উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু সে পড়তে পারছে না। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞেস করলেন: এ ব্যক্তি কি নামায আদায় করতো? সে বলল, জি হ্যাঁ। একথা শুনে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম উঠে (যুবকটির উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি যুবকের কাছে গিয়ে তাকে কালিমা পড়ার তালকীন দিলেন অর্থাৎ বললেন: বল, "লা- ইলাহা ইলাল্লহ।" সে বলল, আমি বলতে পারছি না। তিনি বললেন: কেন, কি হয়েছে? লোকটি বলল, সে তার মায়ের সাথে নাফরমানী করত। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তার মা কি জীবিত আছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তিনি তাঁকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তার বৃদ্ধ মাতা আসলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একি তোমার ছেলে? বৃদ্ধা বলল হ্যাঁ, আমার ছেলে। তিনি বৃদ্ধাকে বললেনঃ তুমি কি মনে করো, যদি একটা ভয়ংকর আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং তোমাকে বলা হয়, যদি তুমি ছেলের জন্য সুপরিশ করো তাহলে তাকে এ আগুন থেকে নিস্কৃতি দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে এ

আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারা হবে। এ অবস্থায় তুমি কি সুপারিশ করবে? বৃদ্ধা বলল, জি, হ্যাঁ, সুপারিশ করব। একথা শুনে নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলছো। বৃদ্ধা বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার কলিজার টুকরা সন্তানের প্রতি রাজী হয়ে গেছি। তখন রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন: বলো "লা- ইলাহা ইল-াল-াহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” (সন্তানের প্রতি মায়ের সন্তুষ্টির বরকতে যুবকটির মুখ খুলে গেলো এবং তৎক্ষনাত) সে কালিমা পাঠ করল। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার অসিলায় এ যুবককে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। **(আ-তারগীব ওয়াত তারহীব)**

নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য

সাহাবী আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: তার নাক ধুলি মলিন হোক! তার নাক ধুলি মলিন হোক। তার নাম ধুলি মলিন হোক (অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক) জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি মাতা- পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতের প্রবেশ করল না (**সহীহ মুসলিম**)

কা'ব ইবন 'উজরা (রা.) বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও। আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহন করে বললেন: আমীন। দ্বিতীয় ধাপে আরোহন করে পুনরায় বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহন করে আবারো বললেনঃ আমীন। তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন: জিবরাইল

(এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমীন (আল্লাহ কুবল করন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাঈল) বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরূদ পড়ল না। আমি বললাম: আমীন। আমি মিম্বারের তৃতীয় ধাপে আরোহন করলে জিবরাঈল বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা- পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম: আমিন।

ব্যাখ্যা: বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দূর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্ম নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি এক পর্যায়ে চলা ফেরা করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। তখন দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তাঁরা পরনির্ভরশীল তথা সন্তান-সম্পতির ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপর দিকে বার্ধক্যের চাপে ও চতুর্মুখী রোগ যাতনায় তাঁদের মেজায খিটখিটে, কথা-বার্তা কর্কশ, আচার-আচরণ রূঢ় হয়ে যায়। এ সময়টা হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ অসহায় ও দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিশেষ কুরণার হাত প্রসারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সন্তানের জন্য মাতা- পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসাবে পরিগণিত করা হয়। তাঁদেরকে সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মাতা- পিতার এ কঠিন মুহূর্তে তাঁরা যে সম্মানের প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেন। পক্ষান্তরে যে সন্তান তার অস্তিত্ব, জন্ম, শৈশব ও কৈশোর জীবনে তার জন্ম মাতা-পিতার এ চরম অসহায় অবস্থায় তাঁদের সেবা- যত্নে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে তাঁদের অবাধ্য হয় এবং তাঁদের নাফরমানী করে ও তাঁদের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেন। বৃদ্ধ মাতা- পিতাকে বা তাদের কোন একজনকে পেয়েও যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তারা ধ্বংস হোক- রাসূল সালালাহু

আলাইহি ওয়াসালামের কাছে এ কথাটা জিবরাঈল বললেও এ কথাটা জিবরাঈল এর নয় বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। জিবরাঈল হচ্ছেন বাণী বাহক মাত্র। আল্লাহ তাআলার এ ফায়সালার প্রতি জিবরাঈল এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এ ফায়সালাকে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন। বরং তিনি এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ ফায়সালা কার্যকরী করার জন্য আমীন বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম উম্মাতের প্রতি অত্যন্ত রহমদিল ছিলেন। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। উম্মতের ইহকাল ও পরকালীন সুখ- শান্তি ও কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর নবুয়্যতী জীবনের মিশন। তা সত্ত্বেও মাতা- পিতার নাফরমান এবং তাঁদের মনে কষ্ট দানকারী সন্তানেরর ধ্বংসের জন্য তিনি বদদু'আ করেছেন। কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে মাতা- পিতার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তাঁদের সেবা- যত্নে আত্মনিয়োগ করে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর মাতা- পিতা মারা গেলে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে খালেস ভাবে তওবা করে, মাতা- পিতার জন্য দুআ ও দান-সাদাকা করতে থাকে এবং মাতা- পিতার পক্ষের আত্মীয় স্বজনের সাথে ও মাতা- পিতার বন্ধু- মহলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

মায়ের বদ-দুআ

ইসলাম পূর্ব একটি ঘটনা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন :.... জুরাইজ নামে একজন নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময় খানকায় ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। একদিন তাঁর মা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। মা তাঁকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ!

একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায, এই বলে তিনি নামাযে মশগুল হয়ে গেলে। তাঁর মা এসে ডাক দিলেন, জুরাইজ! তিনি আবারও চিড়া করলেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায (কি করে মার সাথে কথা বলি)। অতঃপর তিনি নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর মা গত দিনের মতো ফিরে চলে গেলেন। তৃতীয় দিনও মা এসে দেখেন, জুরাইজ নামায আদায় করছে। তিনি ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন; হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায। নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেই। তিনি চুপ রইলেন, অতঃপর নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন এতে তাঁর মা মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বদ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! চরিত্রহীন ব্যভিচারী নারীর চেহারা না দেখিয়ে তাকে মৃত্যু দিও না। এ বদ দু'আ করে নিরাশ হয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইতিমধ্যে বনী ইসরাঈলের লোকদের মাঝে জুরাইজ ও তাঁর ইবাদত বন্দেগীর কথা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমন সময় এক অনিন্দ সুন্দরী ব্যভিচারী মহিলা লোকদেরকে বললো, তোমরা যদি মনে করো, তাহলে আমি তাঁকে কাজে ফাঁসিয়ে দেই। এরপর সে জুরাইজের খানকায় উপস্থিত হলো এবং তাঁকে অপকর্মের আহ্বান জানাতে লাগল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেননি।সে জুরাইজ থেকে নিরাশ হয়ে জুরাইজের খানকায় যাতায়াত করত এমন এক রাখালের কাছে গিয়ে নিজেকে তার সামনে পেশ করে দিল। রাখাল তার ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। মহিলাটি গর্ভবতী হলো, অতঃপর একটি বাচ্চা প্রসব করল, আর প্রচার করতে লাগল, বাচ্চাটি জুরাইজ কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মহিলাটির এ অপপ্রচার শুনে লোকেরা জুরাইজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর খানকার সামনে জড়ো হলো। তাঁকে খানকা থেকে টেনে হেঁচেড়ে বের করে তার খানাকাটি ভেঙ্গে ফেললো এবং তাঁকে প্রহার করতে লাগল।জুরাইজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বলল, তুমি এ নষ্টা ব্যভিচারিনী মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছো। আর তোমার মাধ্যমে তার একটি সন্তানও ভূমিষ্ট হয়েছে। তিনি লোকদেরকে বললেন, ঠিক আছে, শিশুটি কোথায়, তাকে নিয়ে এসো। অতঃপর তাকে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি (দু রাকাআত) নামায আদায় করি। নামায শেষ করে তিনি নবজাতক শিশুটির পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস কলেন, বল,

তোর পিতা কে? (শিশুটি কয়েকদিনের হলেও আল্লাহ (তার যবান খুলে দিয়েছেন) সে বললো, ওমুক রাখাল আমার পিতা। একথা শুনে জুরাইজের প্রতি লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো, তারা তাঁকে চুমু দেয়া শুরু করল, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বললো, তোমার এ খানকা আমরা সোনা দিয়ে নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না, তার প্রয়োজন হবে না। যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দ্বারা নির্মাণ করে দাও। তাই করা হলো। মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, জুরাইজের মা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বদ দু'আ করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন (সহীহ মুসলিম)

মাতা-পিতার অধিকার আদায় করা ও না করার পরিণাম

আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাতা- পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশের অনুগত হয়ে সকাল বেলায় উপনীত হয়, সে যেন তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। যদি তাঁদের একজন বেঁচে থাকে। (যার সে অনুগত থাকে) তবে সে জান্নাতের একখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। আর যে ব্যক্তি মাতা- পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশের নাফরমান হিসেবে সকাল বেলায় উপনীত হয়, তার জন্য জাহান্নামের দু'খানা দরজা খোলা অবস্থায় সে সকাল করল। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তাঁরা উভয়ে পুত্রের প্রতি জুলুম করে? তিনি বললেন: যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি জুলুম করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি জুলুম করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি জুলুম করে **(সহীহ মুসলিম)**

আব্দুলাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: মাতা- পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রাসূলুলাহ! সন্তানের ওপর

মাতা- পিতার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন : তাঁরা উভয়ে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম **(ইবনু মাজাহ)**

সাহবী আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা আমাকে আদেশ করেন, তাকে তালাক দিতে। তখন আবুদ দারদা রা. বলেন, আমি রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছি, মাতা- পিতা হচ্ছে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটিকে রক্ষা করতে পার। ইচ্ছা করলে দরজাটি নষ্টও করতে পার।

মাকবুল দু'আ

সাহাবী আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এক: মাজলুমের দুআ, দুই: মুসাফিরের দুআ, তিন: সন্তানের বেলায় মাতা-পিতার দুআ (**তিরমিজি)**

মাতা-পিতার নাফরমানীর শাস্তি দুনিয়া থেকেই শুরু হয়

সাহাবী আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাললাম বলেছেন: সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। তবে মাতা-পিতার নাফরমানীর গুনাহ (ক্ষমা করেন না) বরং এর শাস্তি সংশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনে দেয়া হবে। **(ল মুদরাক, বির ওয়াস সিলা)**

মায়ের সাথে নাফরমানী

সাহাবী মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর মায়ের নাফরমানী, কন্যা শিশুকে জীবিত কবর দেয়া, কৃপণতা করা ও ভিক্ষা বৃত্তি হারাম করে দিয়েছেন। আর বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসা সম্পদ নষ্ট করাকে তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন। **ব্যাখ্যা:** সন্তানের জন্য মায়েরা যে

সীমাহীন কষ্ট করে থাকেন, তার এক মুহূর্তের বদলা সম্পূন সারা জীবনেও দিতে পারবে না। মায়েদের মন অত্যন্ত নরম। সামান্য কথাতেই অন্তরে আঘাত লেগে যেতে পারে, তাঁদের মন আহত হয়ে যেতে পারে। মায়ের সন্তুষ্টির প্রতিদান হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। আর মায়ের অসন্তুষ্টির প্রতিফল হচ্ছে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং চির জাহান্নাম। সুতরাং মায়ের সাথে কথা- বার্তা ও আচার-আচরণে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন মায়ের মনে সামান্যতম কষ্টও না লাগে। মায়ের মনে কষ্ট দেয়া, তাঁর নাফরমানী করা ও অবাধ্য হওয়া থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখতে হবে। মায়ের অধিকার আদায়, তাঁর সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টির জন্য জীবন উজাড় করে দেয়া সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য।

মাতা-পিতার নাফরমান সন্তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা

উমার ইবনে আব্দুল আযীয র. ইবনে মিহরানকে বলেছেন, তুমি কখনো রাজা- বাদশাহদের দরবারে যাবে না। যদিও তুমি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করো এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করো। কোন বেগানা নারীর সাথে কখনো নির্জন অবস্থান করবে না, যদিও তা কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য হয়। আর মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করবে না। কেননা সে তো নিজের মাতা- পিতারই অবাধ্য, তোমাকে কিভাবে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে? **ব্যাখ্যা:** মাতা-পিতাই সন্তানের জন্মদাতা ও সবচাইতে বড় আপনজন। সন্তানকে তাঁরা নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসেন। হৃদয় নিংড়ানো আদর- স্নেহে তাদেরকে প্রতিপালন করেন, নিজেরা না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। নিজেরা না পরে সন্তানকে পরান। নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁরা সন্তানের সুখ-শান্তি কামনা করেন। সন্তানের একটু কিছু হলে তাঁদের মনের শান্তি ও স্বস্তিদূর হয়ে যায়, চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়, দুশ্চিন্তায় তারা অস্থির, বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। সন্তানের ব্যাপারে মাতা-পিতার এমন অবদানকে ভুলে গিয়ে যে সব সন্তান তাঁদের অবাধ্য হয়ে যায়, এরূপ অবাধ্য ও নিষ্ঠুর প্রাণ পৃথিবীতে আর কাউকে কি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে? কখনো নয়। যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখা যায়, তবে সেটা হবে নিছক অভিনয় ও ধোকা। সুতরাং,

"মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করবে না"- রাসূল সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাললামের এ অমোঘ বাণী কতই না বাস্তব।

মাতা-পিতার নাফরমানী জান্নাতের পথে বাধা

আমর ইবন মুররা আল জুহানী রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাললামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের সম্পদে যাকাত দেই, রমযানের রোযা রাখি। তার একথা শুনে নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি এসব কাজের উপর অটল থেকে মৃত্যু বরণ করল, সে কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে এমনিভাবে অবস্থান করবে (একথা বলে তিনি হাতের পাশা-পাশি দুটি আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন)। তবে শর্ত হলো, সে যেন মাতা- পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হয়।**(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)**
ব্যাখ্যা: মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হওয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং ঈমান ও আমলে সালেহ থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না।

মাতা-পিতার নাফরমানদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না

সাহাবী আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী ও দান সাদাকা কোনটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছে: **১.** মাতা- পিতার নাফরমান, **২.** দান করে খোঁটা দানকারী **৩.** তাকদীর অস্বীকারকারী।**(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ. পৃ. ৩২৭)** পরিবার থেকে বহিস্কার করলেও মাতা- পিতার নাফরমানী করা যাবে না। হযরত মু'আয ইবন জাবাল রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয়

এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কখনো মাতা-পিতার নাফরমানী করো না, যদিও তাঁরা তোমাকে নিজের সম্পদ ও পরিবার পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

মাতা-পিতার নাফরমানীর বদলা

আসমা'ঈ র. বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মাতা- পিতার নাফরমান ও তাঁদের অনুগত সম্পনের অনুসন্ধানে নিজ গ্রাম থেকে বের হয়ে বহু গ্রাম অতিক্রম করি। অবশেষে এক বৃদ্ধের কাছে এসে পৌঁছি। তার গলায় দড়ি বাঁধা। সে দ্বিপ্রহরের প্রচন্ড গরমে একটি বালতি দ্বারা পানি উঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যে বালতি দ্বারা পানি উঠানো উটের পক্ষেও অসম্ভব। বৃদ্ধের পিছনে রয়েছে পাকানো দড়ির চাবুক হাতে এক যুবক। সে তাকে উক্ত চাবুক দ্বারা প্রহার করছে। চাবুকের আঘাতে বৃদ্ধের পিঠ ফেটে যাচ্ছে। আমি যুবককে বললাম, সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো। এ দুর্বল বৃদ্ধকে প্রহার করা থেকে বিরত হও। বৃদ্ধ লোকটি রশি দ্বারা পানি উঠানোর যে কঠিন কাজে নিয়োজিত তা কি তার জন্য যথেষ্ট নয়? তা সত্ত্বেও তাকে প্রহার করছো? যুবকটি বললো, এতদসত্ত্বে সে তো আমার পিতা। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তোমার অকল্যাণ করুন। যুবকটি বললো, থামুন! সে তার পিতার সাথে এরূপ আচরণ করতো। আর তার পিতাও তার দাদার সাথে এ ধরনের আচরণ করতো। তখন আমি বললাম, এই হলো, মাতা-পিতার সবচাইতে বড় নাফরমান ব্যক্তি।(**নাদরাতুন নাঈম**)

আসমাঈ রহ. বলেন, জনৈক আরব আমাকে বলেন, আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানের শাসনামলে মুনাযিল নামে এক লোক ছিল। তার ছিল একজন বৃদ্ধ পিতা। তার উপাধি ছিল ফার'আন। যুবক ছেলেটি তার অবাধ্য ছিল। কবিতার ছন্দাকারে বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেন, আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা আমাকে এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিছুকাল পর মুনাযিলের সান জুলাইহ মুনাযিলের অবাধ্য হয়ে যায়, সে জুলাইহ কর্তৃক বিপদগ্রস্থ হয়ে বলে, আমার মাল-সম্পদের ব্যাপারে জুলাইহ আমার বিরদ্ধে অভিযোগ করে, আর সে আমার অবাধ্য হয়,

যখন আমার মেরুদন্ডের হাড় বেকিয়ে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে গভর্নর জুলাইহকে প্রহার করতে উদ্যত হলে সে বলে, আমার ব্যাপার তাড়াহুড়া করবেন না। এই হচ্ছে ফার'আন পুত্র মুনাযিল যার সম্পর্কে তার পিতা আক্ষেপ করে বলেছিলো, আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ায়। এ কথা শুনে গভর্নর বলেন, ওহে! তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানী করেছো, এখন সন্তান কর্তৃক নাফরমানীর শিকার হয়েছো। ২

উবাইদ ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মূসা আ. এর ওপর আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তাতে মাতা- পিতার নাফরমানীর ব্যাপারে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, পিতা মাতাকে কোন আদেশ করলে সে যদি তা পালন না করে, সেটাই হলো পিতার নাফরমানী। আর পিতা সন্তানের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলে সেটা হবে পুরোপুরি নাফরমানী ও অবাধ্যতা।১

মাতা-পিতার নাফরমানীর অপকারিতা

মাতা- পিতা আল্লাহর বড় নেআমত। নাফরমান সন্তান আল্লাহর নেআমতের অস্বীকার করে। ফলে সে মাতা- পিতার অনুগ্রহকেও অস্বীকার করে। মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। মাতা- পিতার নাফরমান সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে চলে যায়।মাতা-পিতার নাফরমানী সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি মাতা- পিতার সাথে অসদাচরণ করে তার সন্তান, তার প্রতিবেশী ও তার সমাজের লোকেরাও তার সাথে অসদারচরণ করবে।মাতা-পিতার নাফরমানীর কারণে সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়।নাফরমান সন্তান, মাতা-পিতার নাফরমানীর প্রতিফল দুনিয়াতেও পাবে।মাতা-পিতার নাফরমানীর কারণে চেহারার লাবণ্যতা ও নূর দূরীভূত হয়। নাফরমান সন্তান কেয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

উপসংহার

কুরআন ও হাদীছের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বুঝা গেল যে, পিতা- মাতার মর্যাদা অতুলনীয়। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। অথচ অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কেউবা পিতা-মাতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার কেউ নেশাগ্রস্থ হয়ে তাদের হত্যা করে। কেউ আবার মাকে বেধে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করছে, যা পুরো মানব জাতিকে কলঙ্কিত করছে। কিন্তু ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। যে পিতা-মাতার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই পিতা মাতাকে যারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে বা হত্যা করে তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী (আ'রাফ ৭/১৭৯)। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' (ফুরক্বান ২৫/৪৪)। সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদদো'আ তুল্য। সেজন্য কোনভাবেই যেন পিতা-মাতা কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভাল দো'আ সন্তানের জন্য অফুরান কল্যাণের কারণ হবে। পিতা-মাতার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب